গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সদাচার সংকলন

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং
অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত সদাচারসমূহের সংকলন

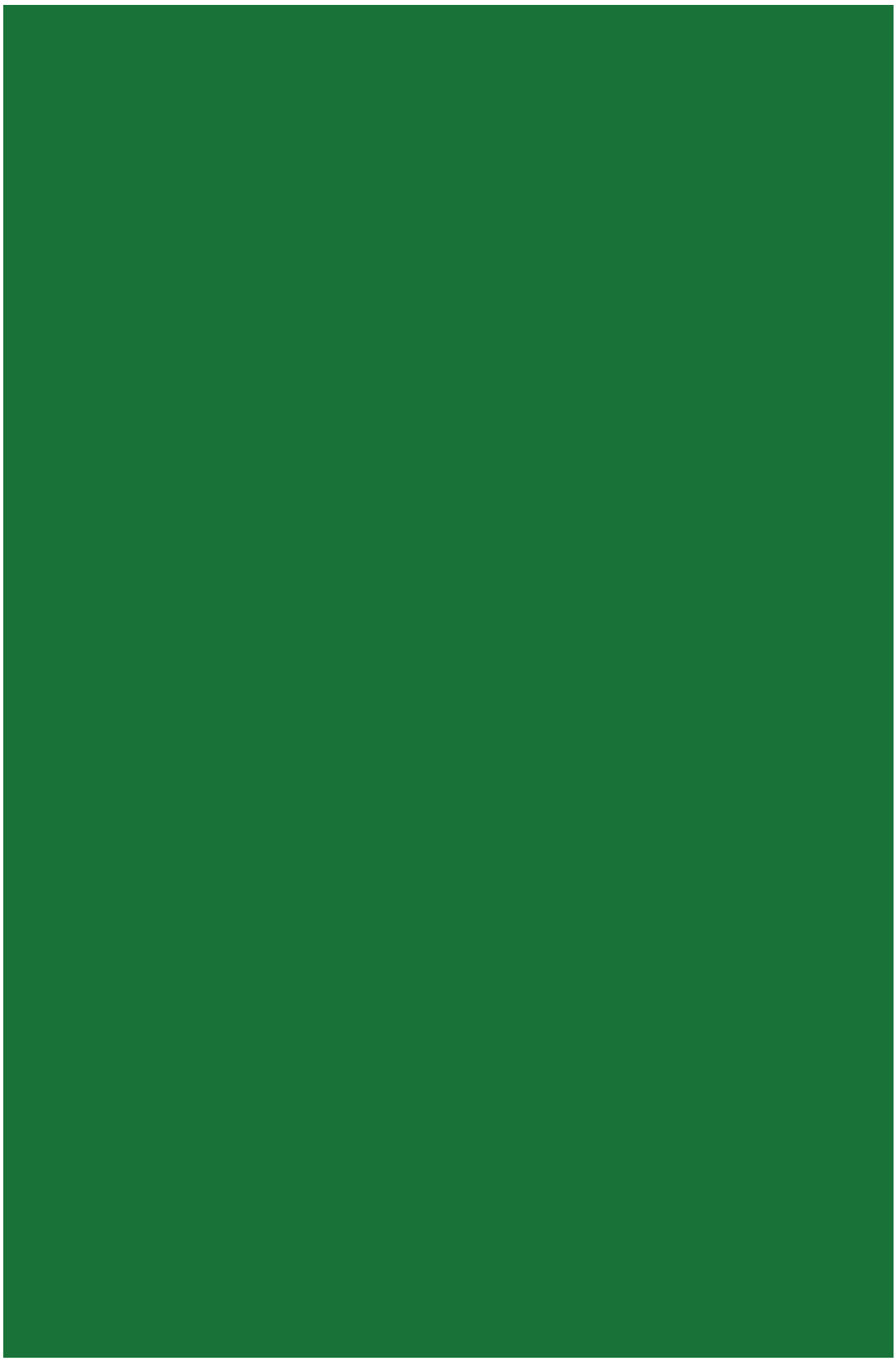

সদাচার সংকলন

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং অধিদপ্তর
হতে প্রাপ্ত সদাচারসমূহের সংকলন

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

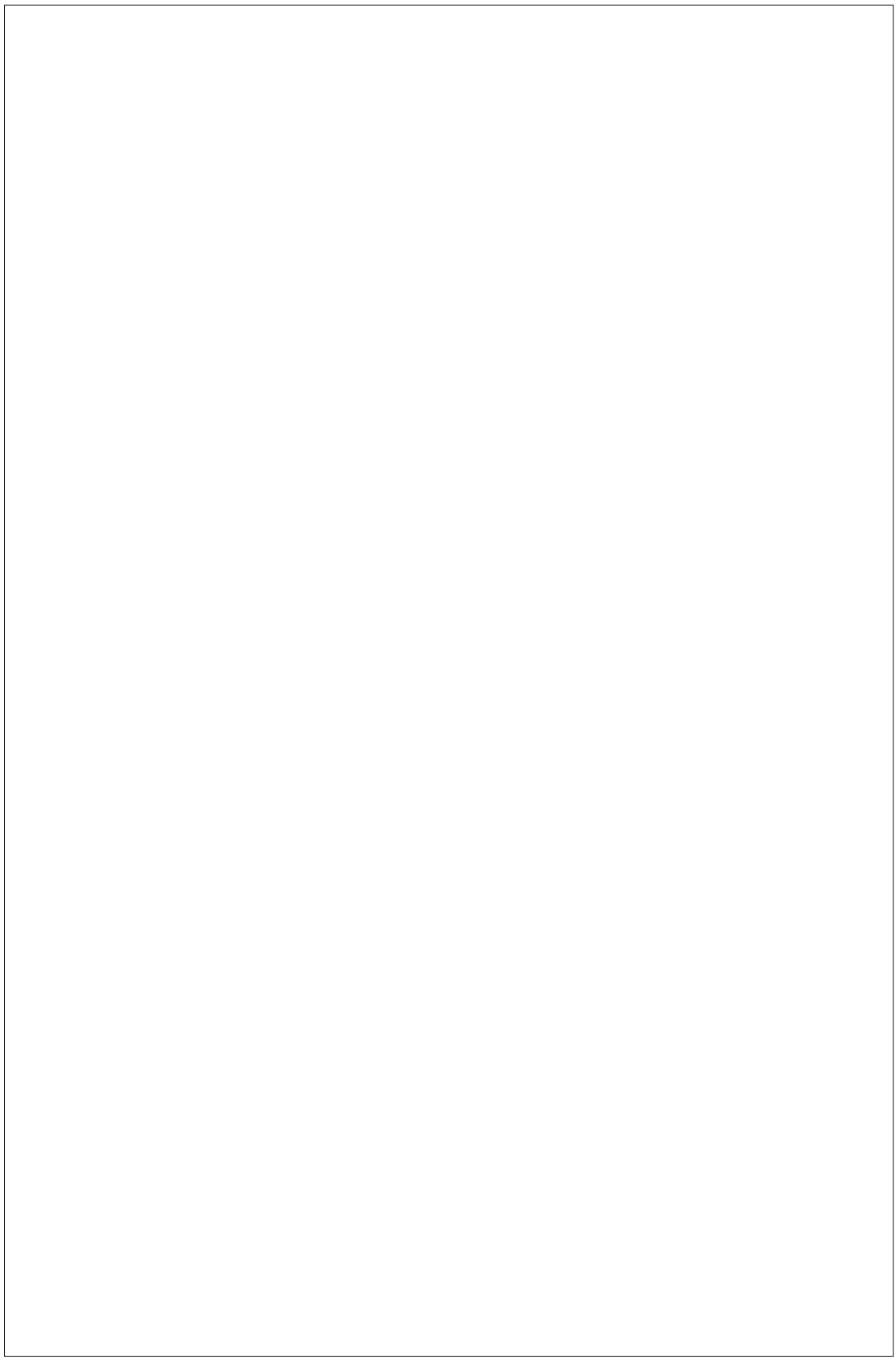

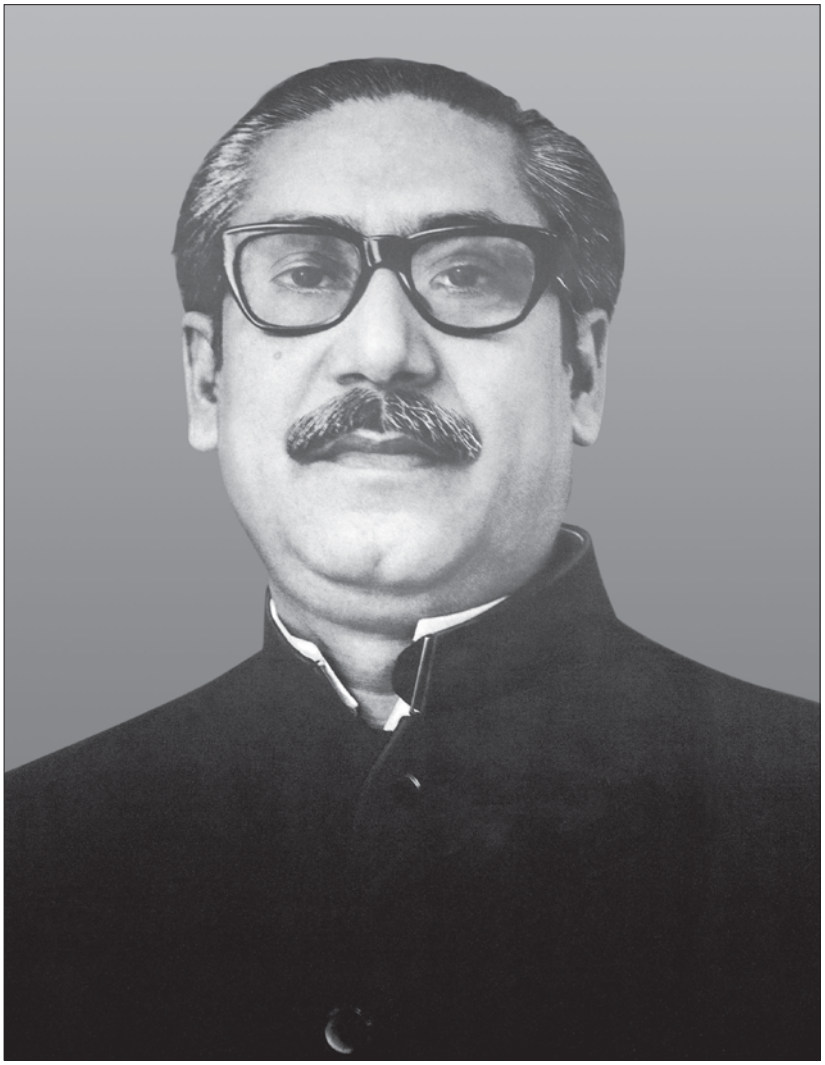

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"আমাদের অস্ত্রের সংগ্রাম শেষ হয়েছে। এবার স্বাধীনতার সংগ্রামকে দেশ গড়ার সংগ্রামে রূপান্তরিত করতে হবে। মুক্তির সংগ্রামের চেয়েও দেশ গড়ার সংগ্রাম কঠিন। তাই দেশ গড়ার কাজে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনার উপহার

একটি বাড়ি একটি খামার, বদলাবে দিন তোমার আমার

মুখবন্ধ

মোঃ আবদুল হালিম
মহাপরিচালক
গর্ভনেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

সরকারের সংস্কার কর্মসূচির সুফল প্রাপ্তি জনগণের জন্যে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) পাবলিক সেক্টরে উদ্ভাবনী ধারণার বিকাশ, লালন ও বাস্তবায়নে Think Tank হিসেবে কাজ করছে। এ ইউনিটের কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় এ কার্যালয়ের তৎকালীন সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ (বর্তমানে মুখ্যসচিব) ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে কর্মকর্তাদের সাথে সাপ্তাহিক এক সভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এর কর্মকর্তাসহ মহাপরিচালক এবং পরিচালকগণকে তাদের উদ্ভাবনী ধারণা ও উত্তম চর্চাকে মহাপরিচালক গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট বরাবরে প্রেরণের এবং শেষোক্তকে তা পরীক্ষাপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। এ নির্দেশনা মতে ৩০ মার্চ ২০১৪ তারিখে মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটকে প্রধান করে গঠিত হয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জনকল্যাণমুখী উত্তম চর্চা তথা উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন কমিটি। পরবর্তীকালে এ কমিটিকে পুনর্গঠন করে এ কার্যালয়ের ইনোভেশন টিম করে এতদসংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হয়।

জনকল্যাণমুখী উদ্ভাবনী কমিটি ও পুনর্গঠিত ইনোভেশন টিম এপ্রিল ২০১৪ হতে এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত এ টিমের ১৬ টি সভায় ২০৩ টি উদ্ভাবনী প্রস্তাব/ উত্তম চর্চা পর্যালোচনা করে । প্রাপ্ত প্রস্তাবের মধ্যে ৬৪টিকে ভাল/ উত্তম চর্চা/ উদ্ভাবনী ধারণা হিসেবে গৃহীত হয়েছে এবং ১৪৬টি কে নথিভুক্ত করা হয়েছে। গৃহীত ৬৪টি উদ্ভাবনী প্রস্তাবের মধ্যে ইতোমধ্যে ২৪টি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৪০টি বাস্তবায়নাধীন অবস্থায় আছে।

গণখাতের কর্মচারীগণ অনেকক্ষেত্রে গতানুগতিকতা থেকে বের হয়ে নতুন উপায়ে বা বিকল্পভাবে জনগণকে সেবা প্রদান করেন। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, কারিগরি উন্নতির কারণে সেবা প্রদানে ভিন্নতর সমাধান তাদের জানা। কিন্তু চিরাচরিত status quo ও আত্মরক্ষামূলক মনোভাব, সহকর্মী বা ঊর্ধ্বতনদের নিকট হতে বিরূপ সমালোচনার আশঙ্কায় অনেকে অফিসের ভাল চর্চা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে অন্যের কাছে তুলে ধরতে উৎসাহ বোধ করেন না। উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি সহজবোধ্যভাবে তুলে ধরে এদেরকে উৎসাহ যোগানো এ সংকলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। অধিকন্তু, সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে স্ব স্ব ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাবে সে মানসেই সহজে বাস্তবায়িত হয়েছে এমন উদ্ভাবনী ধারণাকে প্রাধান্য দিয়ে এ সংকলন প্রকাশ করা হল।

এ সংকলন প্রকাশনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ও গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রধান ড. গওহর রিজভী, এ কার্যালয়ের মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সচিব সুরাইয়া বেগম *এনডিসি* সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ সদাচার ও উদ্ভাবনী ধারণা অব্যাহতভাবে প্রেরণ করে এ সংকলনের উপকরণ সরবরাহ করেছেন। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট ও ইনোভেশন টিমের সদস্যগণ এ পুস্তিকা প্রকাশে বিভিন্নভাবে ভূমিকা রেখেছেন। তাছাড়া এ ইউনিটের উপপরিচালক (ইনোভেশন) হাসিনা বেগম suggestion box এ প্রাপ্ত প্রস্তাব থেকে সেগুলোকে বর্তমান অবয়বে নিয়ে আসার জন্য একনিষ্ঠভাবে পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের সকলের প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

উদ্ভাবনী ও উত্তম চর্চার উদ্ভাবন, লালন, বিকাশ ও অন্যত্র ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এ কার্যালয়ের ইনোভেশন টিমের প্রচেষ্টা চলমান রাখতে ভবিষ্যতেও সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে মর্মে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

মোঃ আবদুল হালিম

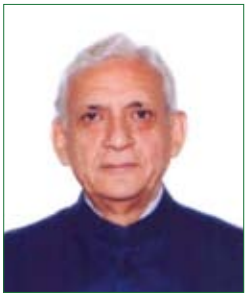

ড. গওহর রিজভী
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ও
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট প্রধান
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

শুভেচ্ছা বাণী

উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্য নিয়ে জন্মলগ্ন থেকেই গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর এবং বিভাগসমূহের সাফল্য ও ভাল সংস্কৃতির লালনকে অন্যত্র ছড়িয়ে দিয়ে, জনগণের সেবা প্রাপ্তি, সময় ও অর্থ সাশ্রয়ের মাধ্যমে জনবান্ধব করা সম্ভব। বিশ্বায়ন ও তথ্য বিপবের এই যুগে উদ্ভাবন একটি অনস্বীকার্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সারা বিশ্বের সরকারগুলো এখন বেসরকারি সেক্টরের সাথে প্রতিযোগিতা করছে আরও উন্নততর, সহজ ও নাগরিকবান্ধব সেবা প্রদানের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারও আজ এই মহতী প্রচেষ্টার অংশীদার। উদ্ভাবনী চিন্তা ও প্রয়াসের মাধ্যমে সরকারের সেবাগুলোকে আরও বেশী সহজ ও সাশ্রয়ী করাই গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর অন্যতম লক্ষ্য।

"সবার আগে নাগরিক" (Putting Citizens First) এ মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট সরকারের সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে নিবিড় যোগাযোগ রেখে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও দপ্তরসমূহের কাজে উদ্ভাবনী এবং ব্যতিক্রমী প্রয়াসসমূহের চর্চা ও বিকাশে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করছে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও দপ্তরসমূহে প্রচলিত সদাচারসমূহ নিয়ে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট যে সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। একটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ বা দপ্তরে যে সকল সদাচার প্রচলিত রয়েছে তা অনুসরণের মাধ্যমে অন্য আরেকটি কার্যালয় উপকৃত হতে পারে। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এ সংকলনে সরকারি কর্মকর্তাগণের দীর্ঘ কাজের অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন সদাচারকে পরিমার্জন ও সংশোধন করে উপস্থাপন করেছে। বোদ্ধা দৃষ্টিকোণ থেকে খুব বড় মাপের না হলেও সংকলনে উপস্থাপিত ছোট ছোট সদাচার গুলো সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে উদ্ভাবনী ধারার বিকাশ ও লালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থা হতে সংগৃহীত সদাচারের এ সংকলনটি আগামীতে নতুন নতুন উদ্ভাবনী ও উত্তম চর্চার সংযোগে আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। তাই সদাচারের যাত্রায় এটি একটি নবতর সূচনা বলে আমি মনে করি।

Gauhar Rizvi

ড. গওহর রিজভী

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

শুভেচ্ছা বাণী

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক উদ্ভাবনী/ সদাচার বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশের প্রয়াসকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। বিশ্বায়নের প্রভাব ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক উৎকর্ষের কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। ফলে স্বল্প সময় ও খরচে উন্নততর সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে নাগরিকদের প্রত্যাশা ও চাহিদা বেড়েছে অনেকগুণ। জনগণের এরূপ ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবেলার ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী প্রয়াসের কোন বিকল্প নেই। উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমেই স্বল্প সময় ও খরচে, প্রচলিত আইন বিধির মধ্যে থেকেই জনগণকে তার কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান সম্ভব।

উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনা সম্ভব- এ ধারণাটি সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার পাশাপাশি তাদের উদ্ভাবনী ধারণা সমূহকে লালন ও প্রসারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ইনোভেশন টিম তাদের দক্ষতা এবং সক্ষমতা প্রমাণ করেছে। ইনোভেশন টিম এ কার্যালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ দপ্তর হতে প্রাপ্ত সদাচারসমূহ যথাযথভাবে লালন পূর্বক সকলের অনুসরণের জন্য পুস্তিকা আকারে প্রকাশের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার ফলে সকলেই উদ্ভাবনী চর্চা সম্পর্কে অবহিত হবে। সরকারি কর্মকর্তাগণের মনে অনেক উদ্ভাবনী ধারণার বিকাশ ঘটতে পারে। কিন্তু প্রচার ও প্রকাশের সংস্কৃতি না থাকায় এবং যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাদের এ প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে কর্মকর্তাগণ সমালোচনার ভয়ে ও তাদের মনে জেগে ওঠা নতুন উদ্ভাবনী ধারণাগুলো প্রকাশে পিছিয়ে যান। বোদ্ধা ও সমালোচক দৃষ্টিকোণ হতে এ উদ্ভাবনী ধারণা গুলো হয়তো খুব উঁচু মানের নয়। কিন্তু ছোট ছোট এ উত্তম চর্চাগুলোর প্রকাশ কর্মকর্তাগণকে জড়তা ও ভয়ের সংস্কৃতি হতে বেরিয়ে এসে উদ্ভাবনী চর্চার ধারায় অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তুলবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*
সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

শুভেচ্ছা বাণী

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ইনোভেশন টিম কর্তৃক বাস্তবায়িত সদাচারসমূহ সংকলন আকারে প্রকাশের এ উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার গুণগত পরিবর্তন আনার ধারণাটি সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার পাশাপাশি তাদের সকল ধরণের উদ্ভাবনী প্রয়াসের চর্চাকে লালন ও বিকাশে কাজ করছে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট। এ কার্যালয়ের ইনোভেশন টিম কর্তৃক উদ্ভাবনী চর্চা/ সদাচারের এরূপ সংকলন প্রকাশের ফলে এ চর্চা সম্পর্কে অন্যরা অবহিত হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তা লালন ও অনুসরণে আগ্রহী হবে।

উত্তম চর্চার ক্রমাগত অনুশীলন ও অনুসরণ সরকারি কার্যালয়ের কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও সেবার মান বাড়াতে সক্ষম হবে বলে আমি মনে করি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ইনোভেশন টিমের এরূপ সদাচারের সংকলন পাবলিক সেক্টরে এক নবধারার সূচনা করবে বলে আমার বিশ্বাস।

সুরাইয়া বেগম *এনডিসি*

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থার নাম	পৃষ্ঠা
১	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	১
১.১	গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট	১১
২	রেলপথ মন্ত্রণালয়	১৭
৩	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১৭
৪	বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	১৮
৫	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৮
৬	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১৯
৭	ভূমি মন্ত্রণালয়	২০
৮	কৃষি মন্ত্রণালয়	২০
৯	শিল্প মন্ত্রণালয়	২২
১০	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়	২৩

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং অধিদপ্তর
হতে প্রাপ্ত সদাচারসমূহের সংকলন

১. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

১.০১ ওয়েবসাইটে এ সাজেশন বক্স চালু

দৈনন্দিন দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়ন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী চিন্তাধারাকে চর্চার লক্ষ্যে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে সাজেশন বক্স চালু করা হয়েছে। এ কার্যালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ তাদের উদ্ভাবনী বিকল্প ধারণাসমূহ সাজেশন বক্সে প্রেরণ করেন। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রাপ্ত ধারণাসমূহ একত্রিত করে প্রতিমাসের ইনোভেশন টিমের সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে জনগুরুত্বপূর্ণ, বাস্তবায়নযোগ্য উদ্ভাবনী প্রস্তাবসমূহ চিহ্নিত করে। অতঃপর এ কার্যালয়ে বাস্তবায়নযোগ্য বা অনুসরণযোগ্য প্রস্তাবসমূহকে বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। অন্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগে বাস্তবায়নযোগ্য প্রতীয়মান হলে ক্ষেত্রবিশেষে সংশ্লিষ্টদের অভিমত গ্রহণ করা হয়। এরপর মুখ্য সচিব/ সচিবের অনুমোদন নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থায় প্রেরণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ এ টিমের সুপারিশের প্রেক্ষিতে দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলোতে ওয়াই-ফাই জোন সম্প্রসারণ, যাত্রীবাহী ট্রেনে কাঁচামাল পরিবহনের জন্য বগি সংযোজন ও বগি সংখ্যা বৃদ্ধি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক কারণ দর্শানো নোটিশ নিস্পত্তি হলে সংশ্লিষ্টদের জানানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

এ উদ্যোগ কর্মকর্তাদের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত করছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা কোন সমস্যাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের সৃজনশীল উদ্ভাবনী ভাবনাসমূহকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ ব্যবস্থা বিদ্যমান সমস্যার সমাধান ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে কর্মকর্তাদের ব্যুৎপত্তি বৃদ্ধি করছে।

১.০২ জ্ঞান কোষ (Knowledge Cell) গঠন

একজন কর্মকর্তাকে বর্তমান কাজের পাশাপাশি, ভবিষ্যতে উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে গড়ে তোলা কর্মজীবন পরিকল্পনার (Career Planning) অংশ হলেও অনেক কর্মকর্তা এ বিষয়ে সম্যক অবহিত নন । এজন্য অনেক কর্মকর্তাই অফিসের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে নিজের জ্ঞান চর্চাকে সীমিত রাখেন। এ অবস্থা থেকে কর্মকর্তাদের বের করে আনার জন্য বহুমুখী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ কার্যালয়ের প্রত্যেক কর্মকর্তাকে রুটিন কাজের পাশাপাশি অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, ভূমি, পানিসম্পদ, প্রশাসন, পরিবেশ, তথ্য প্রযুক্তি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বা তার পছন্দ অনুযায়ী দেশের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কোন একটি বিষয়ে পেপার প্রস্তুত ও কর্মকর্তাদের সম্মুখে সপ্তাহের নির্ধারিত একটি দিনে উপস্থাপন করতে হয়।

কোন একটি বিষয়ে পেপার প্রস্তুত ও উপস্থাপনের জন্য কর্মকর্তাকে বিষয়টির গভীরে যেতে হয়। এতে করে কর্মকর্তাদের চিন্তা, গবেষণা সক্ষমতাসহ পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এরূপ উপস্থাপনার কারণে অন্য সকল কর্মকর্তা ও বিষয়টি সম্পর্কে তাদের মতামত ও মনোভাব প্রকাশের সুযোগ পান এবং নতুন একটি বিষয়ে জানতে পারেন। এভাবে একজন কর্মকর্তার লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অন্যদেরকে সে বিষয়ে জানতে সহায়তা করে।

১.০৩ কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের বিষয়ে সমন্বয় সভায় উপস্থাপনার প্রচলন

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সকল মহাপরিচালক এবং পরিচালক নিয়মিতভাবে মাঠ পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি, একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ন, পানীয় জল সরবরাহ, National Electronic Service System (NESS) সহ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করে থাকেন। স্বাভাবিকভাবে পরিদর্শন একটি রুটিন কাজ, অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ/ সংস্থার কর্মকর্তাগণও তাদের অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন করে থাকেন। কিন্তু, এ ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন-

প্রথমত, কর্মকর্তাগণ পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সংক্ষেপে বুলেট পয়েন্ট আকারে ইমেইল এ মুখ্য সচিব ও সচিবকে অবহিত করেন।

দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন কার্যক্রমের গতি ত্বরান্বিত করতে বা স্বাভাবিক রাখতে অন্য কোন দপ্তর/ সংস্থার সহযোগিতার প্রয়োজন হলে, পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করেন এবং বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে সম্পৃক্ত রাখেন। প্রয়োজনে স্বীয় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহযোগিতা নেন। উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়ে দায়িত্ব শেষ করেন না।

তৃতীয়ত, উন্নয়ন কার্যক্রমের বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক কাজের মানোন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

অধিকন্তু, এ কার্যালয়ের Good Practice এর অংশ হিসেবে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা তার পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা, প্রাপ্ত তথ্য ও তার মতামত এ কার্যালয়ের মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করেন। এরূপ উপস্থাপনের ফলে সকল কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ে কি কি কার্যক্রম চলছে, তার সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেয়ে থাকেন।

১.০৪ Performance Contracting ব্যবস্থার প্রচলন

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের একটি অন্যতম পূর্বশর্ত প্রশাসনের সকল স্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা। সুশাসন প্রতিষ্ঠার মানসে একটি দক্ষ, কার্যকর ও গতিশীল প্রশাসন বাবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের পরিবেশ সৃষ্টি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ডের গুণগত ও পরিমাণগত মূল্যায়ন করা অত্যন্ত জরুরী। এ জন্যে গণখাতে একটি ফলাফল ভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু একান্ত প্রয়োজন। সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অভীষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পৃথিবীর বহু দেশে ফলাফল ভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার প্রচলন রয়েছে।

এমন এক বাস্তবতায় ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক সভায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের সাথে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর থেকে Performance Contract

ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনায় পক্ষসমূহের মধ্যে আলোচনাক্রমে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য নির্ণয়, বছরের শুরুতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ও পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডের আলোকে বছরের শেষে অর্জিত ফলাফলকে মূল্যায়ন, প্রক্রিয়ার চেয়ে ফলাফলকে অধিক গুরুত্ব প্রদান, ফলাফলকে পরিমাপযোগ্যভাবে উপস্থাপন করে সম্পদ ও জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহারের অব্যাহত প্রচেষ্টা চালানো হয়। গণখাতে বিদ্যমান মূল্যায়ন ব্যবস্থা থেকে এটি ভিন্নধর্মী।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

৩০ জুন ২০১৪

প্রধান অতিথিঃ
ড. সৈয়দ আব্দুস সামাদ,
নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড
বিশেষ অতিথিঃ
জনাব আব্দুস সোবহান সিকদার,
মুখ্য সচিব ও
জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ,
সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য সকল প্রকার আনুষ্ঠানিকতা পালন করে ৩০ জুন ২০১৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে এর আওতাধীন ৫ টি সংস্থার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সংস্থা গুলো হচ্ছে:

- বিনিয়োগ বোর্ড (Board of Investment)
- বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (Bangladesh Export Processing Zone Authority)
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (Bangladesh Economic Zones Authority)
- এন জি ও এফেয়ার্স ব্যুরো (Non-Governmental Organization Bureau)
- পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অফিস (Public Private Partnership Office)

সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও চেয়ারম্যান, বেপজা - এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অফিসের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বিনিয়োগ বোর্ডের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

১.০৫ মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন সংস্থার সাথে প্রবর্তিত কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সরকারের মন্ত্রণালয়/ বিভাগে রেপ্লিকেট করার জন্য এ কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সিনিয়র সচিব/ সচিবগণকে আধাসরকারি পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানান। ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৫ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে একটি কোর কমিটি গঠন করে। মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এ কমিটির সদস্য। কোর কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ২০১৪-২০১৫

অর্থবছর থেকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগের সচিব মন্ত্রণালয়ের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন।

সরকারের এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নপূর্বক ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখের মধ্যে সে বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটে প্রেরণের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগকে নির্দেশ প্রদান করে। জাতীয় কমিটির পক্ষে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরিমার্জন, পরিবীক্ষণ, সমন্বয়ের জন্য ৯ সদস্য বিশিষ্ট কারিগরি কমিটি গঠন করে। মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এ কমিটির একজন সদস্য। মহাপরিচালকসহ গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের কর্মকর্তাগণ সকল মন্ত্রণালয়ের চুক্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সার্বক্ষণিক অংশ গ্রহণ করেন। এ ছাড়া সফটওয়্যার ব্যবহার করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের জন্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক কর্মশালা বাস্তবায়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট যথাযথ ভূমিকা পালন করে। এ বছর ৪৮টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

১.০৬ ডিজিটাল আইডি চালু

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় একটি স্পর্শকাতর স্থান বিবেচনায় এর নিরাপত্তা রক্ষায় সর্বোচ্চ প্রাধান্য/ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এ কার্যালয়ের গুরুত্ব এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের কর্মস্থলে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে ডিজিটাল আইডি প্রদান করা হয়েছে। গতানুগতিক হাজিরা খাতা পদ্ধতিতে হাজিরা খাতা সংরক্ষণ, উপস্থিতি মনিটরিং ও বিবরণী তৈরিতে প্রচুর সময় ও শ্রম ব্যয় হতো। যে কোন সময় ইচ্ছা পোষণ করলে তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থিতি যাচাই করা সহজসাধ্য ছিলো না। ডিজিটাল আইডি'র প্রবর্তন কার্যালয়ে উপস্থিতি এবং তার তথ্য প্রাপ্তিতে উর্দ্ধতনদের কাজের ভার অনেক লাঘব হয়েছে। ডিজিটাল আইডি এ কার্যালয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে সচেতন করেছে। অভ্যাসগতভাবে নিয়মিত আগমনকারীদের জন্য এটি এক ধরণের পুরস্কার। সংশ্লিষ্ট বিধি বিধানের প্রয়োগ ছাড়াই নিয়মিতভাবে যথাসময়ে অফিসে উপস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছ। ফলে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতসহ সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১.০৭ কর্মকর্তাদের বৈদেশিক সফরের বিষয়ে সমন্বয় সভায় উপস্থাপনার প্রচলন

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে বিভিন্ন সময়ে কর্মকর্তাগণ দাপ্তরিক কাজে অথবা প্রশিক্ষণ উপলক্ষে বিদেশ সফর করে থাকেন। বিদেশ সফরকালে তাদের লব্ধ জ্ঞান, অন্য সকল সহকর্মীকে অবহিত করার জন্য সফর শেষে সমন্বয় সভায় একটি স্বল্প সময়ের Power Point উপস্থাপনার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

বিদেশ ভ্রমণ শেষে কর্মকর্তাগণের উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা থাকায় তাঁরা ভ্রমণ বিষয়ে মনোযোগী থাকেন। প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত, খুঁটিনাটি বিষয় ভালোভাবে জেনে রেফারেন্স সাথে

নিয়ে আসেন। এতে ভ্রমণকারী কর্মকর্তার জন্য ভ্রমণ বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। উপস্থাপনাসমূহ সাধারণত ইংরেজীতে করা হয়। এতে কর্মকর্তাদের ইংরেজী বলার জড়তা দূরীভূত হয় এবং উপস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এরূপ অভিজ্ঞতা সকল সহকর্মীর সাথে ভাগ করে নেবার ফলে একজন কর্মকর্তার লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অন্যরাও একই ভাবে জানতে এবং কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করার অবকাশ পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে বহুগুণে বর্ধিত (Multiplier Effect) করে জনকল্যাণে লাগানো সম্ভব হচ্ছে।

১.০৮ কর্মকর্তাদের অগ্নি নির্বাপন ড্রিল অনুশীলন

অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটলে কি ভাবে নিজেকে বা অন্যদেরকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে হবে, সে সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও অনেকে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির শিকার হন (Victim of Circumstances)। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য অগ্নিকান্ডের মত দুর্ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে কি করণীয় অথবা তাৎক্ষণিকভাবে অপসারণ বিষয়ে সম্যক ধারণা দিতে এ কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কার্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে ফায়ার সাইন লাগানো হয়েছে। ইলেকট্রনিক সাজসরঞ্জামসহ অগ্নি দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে এমন সাজসরঞ্জাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এখানে নিয়মিতভাবে অগ্নি নির্বাপন ড্রিল অনুশীলন করা হয়। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অগ্নি নির্বাপণ বিষয়ক দক্ষতা কর্মক্ষেত্রের বাইরেও আপদকালে হতবিহ্বল না হয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মত সাহস জোগাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

১.০৯ সকল কর্মকর্তাকে ট্যাব সরবরাহ

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম অংগীকার। এ জন্য কর্মকর্তাদের সার্বক্ষণিক তথ্য প্রযুক্তির সংস্পর্শে রেখে এ প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত করা আবশ্যক মর্মে সরকার বিশ্বাস করে। কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তাকে ট্যাব সরবরাহের মাধ্যমে, সার্বক্ষণিকভাবে তাদেরকে প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়নে ও এটি সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। ট্যাব ব্যবহার করে কর্মকর্তাগণ অফিসের বাইরে থাকলে বা অফিস সময়ের পরেও কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারছেন। এতে কর্মক্ষেত্রের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা বেড়েছে, যা সেবার মানকে আরো বৃদ্ধি ও গতিশীল করেছে।

১.১০ ক্যান্টিনে অফিসার্স কর্নার চালু

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের একটি রেস্টুরেন্ট রয়েছে। এখানে অফিসার্স কর্নার রাখার একটি প্রস্তাব সাজেশন বক্সে পাওয়া যায়। জিআইইউ এর ইনোভেশন টিম কর্তৃক প্রাপ্ত প্রস্তাবটি পর্যালোচনান্তে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কর্মকর্তাদের জন্য ক্যান্টিনে আলাদা একটি কর্নার স্থাপনের ফলে, কর্মকর্তাগণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সাক্ষাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। ফলে দৈনিক ব্যস্ততার ভিড়ে কর্মকর্তাগণের মধ্যে এরূপ যোগাযোগের ফলে অনেক বিষয়ের সমাধান পত্রালাপ ছাড়াই সম্ভবপর হয়। একে অন্যের কাজ সম্পর্কে জানতে পারেন এবং সকলের মধ্যে একটি হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয় ।

১.১১ প্রাকৃতিক আলোর ব্যবহার ও অফিস কক্ষ ত্যাগকালে কক্ষের বৈদ্যুতিক যন্ত্র বন্ধ করা

সরকারি সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া প্রত্যেক কর্মকর্তা/ কর্মচারীর কর্তব্য। বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়া এ প্রক্রিয়ার অংশ। এজন্য ব্যবহারকাল ব্যতীত এ কার্যালয়ের সকল ওয়াশরুমের বাতি বন্ধ রাখা হয়। সভা ও অফিস কক্ষে প্রাকৃতিক আলো ব্যবহারের জন্য জানালার পর্দা যতদূর সম্ভব সরিয়ে রাখা হয়। এছাড়াও বিদ্যুতের অপচয় রোধকল্পে এ কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা অফিস কক্ষ ত্যাগকালে বৈদ্যুতিক যন্ত্রসমূহ যথাযথভাবে বন্ধ করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করে থাকেন। এমনকি স্বল্প সময়ের জন্য কেউ কক্ষ থেকে বের হলেও সকল ইলেকট্রিক সুইচ বন্ধ করে যান। এরূপ চর্চা এ কার্যালয়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে সহায়তা করছে।

১.১২ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বার্ষিক ৭০ ঘন্টা হারে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন

দাপ্তরিক কাজে বিঘ্ন না ঘটিয়ে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির অন্যতম পন্থা হচ্ছে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ (On the Job Training)। এ কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ষিক ৭০ ঘন্টা হারে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৭০ কর্মঘণ্টার মধ্যে ৩৫ কর্মঘণ্টার প্রশিক্ষণের বিষয় অংশগ্রহণকারীদের চাহিদা অনুসারে নির্ধারণ করা হয়। বাকী ৩৫ কর্মঘন্টার প্রশিক্ষণ বিষয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে থাকেন। প্রশিক্ষণ সমন্বয় এবং প্রশিক্ষক হিসাবে এ কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব পালন করেন।

এরূপ প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নিজেদের সময়োপযোগী করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

১.১৩ গাড়ী চালকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

সাম্প্রতিককালে সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন অফিসে কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। প্রায় সকল ক্ষেত্রে এ প্রশিক্ষণ সাধারণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আয়োজন করা হয়ে থাকে। গাড়ী চালকগণ অফিসের সামগ্রিক জনবলের অংশ হলেও ড্রাইভিং লাইসেন্সের পরে তাদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনের কথা ভাবা হয়না। অথচ আচরণ, গাড়ী ব্যবহারের নীতিমালা, প্রটোকল, জ্বালানির ব্যবহার, যানবাহনের নিরাপত্তা বিষয়ে তাদের পর্যাপ্ত

জ্ঞান থাকা দরকার। এ সকল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে এ কার্যালয়ের কর্মরত গাড়ী চালকগণকে নিয়মিত ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

১.১৪ সভায় যোগদান শেষে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা

মহাপরিচালক/ পরিচালকগণ মন্ত্রণালয় বা এ কার্যালয়ের বাইরে কোন সভায় যোগদান করলে সভা শেষে পরিচালকগণ মহাপরিচালককে এবং মহাপরিচালকগণ সচিব/ মুখ্য সচিব কে ইমেইলের মাধ্যমে সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অবহিত করেন। এতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কোন একটি বিষয়ের সর্বশেষ তথ্য সম্পর্কে অবহিত থাকেন। এ পদ্ধতি প্রচলনের ফলে সভার সিদ্ধান্ত জানা ও তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য কার্যবিবরণী পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়না। ফলশ্রুতিতে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হয়।

১.১৫ হজ্জ দলে পর্যায়ক্রমে আগ্রহী কর্মকর্তা মনোনয়ন

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ্জে গমনকারীদের সেবার জন্য প্রতি বছর সরকারি হজ্জ দল প্রেরণ করে থাকে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে এ দলে প্রতিনিধি হতে আগ্রহী কর্মকর্তাদের পর্যায়ক্রমে মনোনয়নদানের মাধ্যমে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। এরূপ পর্যায়ক্রমে মনোনয়নের ফলে হজ্জ দলভুক্ত হওয়ার জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তিরোহিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে সকলেরই সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

১.১৬ জেলা পর্যায়ের প্রকল্প পরিদর্শনের জন্য নির্ধারিত ছক ব্যবহার

এ কার্যালয় হতে মহাপরিচালক এবং পরিচালকগণ তাদের মাঠ পর্যায় সফরে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড এবং ডিজিটাল বিষয়ক কর্মসূচীর বাস্তবায়ন দেখে থাকেন। এ সকল কার্যক্রম পরিদর্শন কালে তারা একটি নির্ধারিত ছক ব্যবহার করেন। পরিদর্শনকালে এরূপ নির্ধারিত ছক ব্যবহারের ফলে সকল কর্মকর্তার মধ্যে তথ্যের সমন্বয় থাকে এবং কোন একটি বিষয় ও পরিদর্শন তালিকা থেকে বাদ পড়েনা। ছকের ব্যবহার পরিদর্শনের গুণগতমান বৃদ্ধি ও পরিদর্শনে সময় বাঁচায়।

১.১৭ প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মনোনয়ন প্রদান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেশের বাইরে সফরের সময় এ কার্যালয়ের মহাপরিচালক/ পরিচালকগণ থেকে পর্যায়ক্রমে একজন করে কর্মকর্তা মনোনয়ন দেয়া হয়। এতে কর্মকর্তাগণ উচ্চ পর্যায়ের সফর সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। সফর শেষে অর্জিত অভিজ্ঞতা উপস্থাপনার মাধ্যমে এ কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে শেয়ার করেন। তা ছাড়া সফর পরবর্তীকালে এ কার্যালয়ের করণীয় দ্রুত সম্পন্ন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর দলের সদস্য হতে পারা কর্মকর্তাদের জন্য উদ্দীপক হিসাবেও কাজ করে।

১.১৮ নথির চলাচল সহজিকরণ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রাপ্ত চিঠি পত্রাদি মুখ্য সচিব - সচিব - মহাপরিচালক - পরিচালক এভাবে নিম্নমুখী হতো। এ সকল ধাপের কোন একজন কর্মকর্তা অফিসে না থাকলে মুখ্য সচিব থেকে পরিচালক বরাবরে পৌছাতে ১/ ২ দিন সময় লেগে যেতো। এতে গুরুত্বপূর্ণ নথি নিস্পত্তিতে বিলম্ব হতো। নথি নিস্পত্তিতে সময় ও ধাপ কমানোর জন্য এখন প্রাপ্ত চিঠি পত্রাদি মুখ্য সচিব/ সচিব থেকে সরাসরি পরিচালক বরাবরে পাঠানো হয়। যেহেতু পরিচালক মহাপরিচালকের মাধ্যমে নোট উপস্থাপন করেন সেহেতু নথি মুখ্য সচিব বা সচিব কর্তৃক নিস্পত্তিতে পর নিম্ন পর্যায় থেকে প্রদত্ত সুপারিশের কোন পরিবর্তন না হলে তা সংশ্লিষ্ট পরিচালক বরাবরে পাঠানো হয়। নিম্ন পর্যায় থেকে প্রদত্ত সুপারিশের পরিবর্তন হলে নথি সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালকের মাধ্যমে নিম্নগামী করা হয়। ফলশ্রুতিতে নথি নিস্পত্তিতে সময় ও ধাপ কমেছে।

১.১৯ বিকল্প কর্মকর্তার দায়িত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকা

সরকারি দপ্তর/ সংস্থায় কোন কর্মকর্তা ছুটি, প্রশিক্ষণ বা অন্য কোন কারণে অনুপস্থিত থাকলে সাময়িকভাবে বিকল্প কর্মকর্তার ব্যবস্থা করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিকল্প কর্মকর্তাগণ সাময়িক দায়িত্ব প্রাপ্ত শাখা/ অধিশাখার কাজে যথাযথ গুরুত্ব দেননা । এতে ঐ সকল শাখার কাজের গতি শ্লথ ও মান নিম্নমুখী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিকল্প কর্মকর্তার কারণে কোন শাখা/ অধিশাখার কাজের মানের সামান্য ব্যত্যয় ঘটতে না পারে সেজন্য বিকল্প শাখার কাজ সম্পর্কে পূর্বেই কর্মকর্তাকে বিশদ ধারণা অর্জন করতে হয়। অধিকন্তু, মূল দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাও তার অনুপস্থিতিকালে সম্পাদনযোগ্য কার্যাদি বিষয়ে বিকল্প কর্মকর্তাকে অবহিত করে যান। সুতরাং কোন কর্মকর্তার অনুপস্থিতির কারণে এ কার্যালয়ের কাজ সামান্য বিঘ্নিত হওয়ার অবকাশ থাকেনা।

১.২০ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইমেইলে তাৎক্ষণিকভাবে মুখ্য সচিব/ সচিব কে অবহিতকরণ

এ কার্যালয়ের মহাপরিচালক বা পরিচালকগণ তাদের দর্শন, পরিদর্শন, সফর, কর্মশালায় অংশগ্রহণকালে অথবা মিডিয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবহিত হলে বা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাদের গোচরীভূত হলে তাৎক্ষণিক ভাবে তা ই-মেইলের মাধ্যমে সরাসরি মুখ্য সচিব/ সচিব মহোদয়কে জানাতে পারেন। ফলশ্রুতিতে মুখ্য সচিব/ সচিব অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবহিত থাকেন এবং গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে সহজে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন।

১.২১ কর্মচারী ড্রিল

এ কার্যালয়ে কর্মরত ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়মিতভাবে প্রতি সোমবার সকাল ১০.০০ টা থেকে ১০.৩০ টা পর্যন্ত কমন সার্ভিস ও প্রটোকল অফিসারের তত্ত্বাবধানে ড্রিলে অংশ নিতে হয়। ড্রিল চলাকালে অনেক সময় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত হয়ে পুরো সপ্তাহের জন্য

কর্মচারীদেরকে বিভিন্ন কর্ম সম্পাদনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান এবং উৎসাহিত করে থাকেন। নির্দেশনা প্রদানের ফলে কর্মচারীগণ তাদের পুরো সপ্তাহের দায়িত্ব সম্পর্কে সপ্তাহের শুরুতেই একটি ধারণা পায়। তদানুযায়ী প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজ সম্পাদন করতে পারেন। একজনের ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় অন্যজনকে বহন করতে হয়না। অধিকন্তু, তাদের সমস্যাগুলো সহজেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারেন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কোন কোন সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান দিতে পারেন। ফলে কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

১.২২ বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEPZA) কর্তৃক Same Day Service প্রদান কার্যক্রম

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতাধীন সংস্থা বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এক কর্মদিবসের মধ্যেই কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান তথা Same Day Service চালু করেছে। আমদানি-রপ্তানির জন্য অনুমোদন, ভিসা প্রদানের সুপারিশ, স্থানীয় বাজার হতে পণ্য ক্রয়ের অনুমতি, অরিজিন সার্টিফিকেট প্রভৃতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বরাবর অনলাইনে আবেদন করা হলে যথাযথ প্রক্রিয়া শেষ করে একই দিনে আবেদনকারী/ উদ্যোক্তাকে বিষয়টি নিস্পত্তি করে জানিয়ে দেয়া হয়।

Same Day Service চালুর পূর্বে একজন উদ্যোক্তাকে এ সকল সেবা পেতে আবেদন করে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হতো, ফলে তাকে আর্থিক ক্ষতি ও হয়রানির শিকার হতে হতো এবং রপ্তানিতে ধীর গতি সৃষ্টি হতো। কিন্তু এখন আবেদনকারী তার কাঙ্ক্ষিত সেবা একই দিনে পেয়ে যান। আর্থিক সাশ্রয়, হয়রানি দূর ও দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস করার পাশাপাশি এ সেবা রপ্তানি বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখছে। এছাড়া ইপ্সিত সেবা একই দিনে পাবার ফলে গ্রাহক সন্তুষ্টিও বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.২৩ বিনিয়োগ বোর্ড (BOI) এ উদ্যোক্তাদের জন্য কাউন্সেলিং সেবা চালু

নবীন উদ্যোক্তাগণ শিল্পোদ্যোগ সম্পর্কে অনেক সময় পুরোপুরি ধারণা রাখেন না। বাংলাদেশে বেসরকারিভাবে বিশ্বস্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অভাব অথবা ব্যয়বহুল হওয়াতে অনেকেই বিনিয়োগ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের জন্য বিনিয়োগ বোর্ডে আসেন। বিনিয়োগ বোর্ড উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করে থাকে। এরূপ সেবা চালুর ফলে উদ্যোক্তাগণ তাদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও সহায়তা অতি সহজেই কোনরূপ হয়রানি ছাড়াই পেয়ে থাকেন। নিম্নবর্ণিত সেবাসমূহের বিষয়ে বিনিয়োগ বোর্ডের কাউন্সেলিং চালু আছে।

(১) শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রাক-বিনিয়োগ পরামর্শঃ দেশী-বিদেশী উদ্যোক্তাগণ সর্বপ্রথম শিল্প স্থাপনের বিষয়ে নিবন্ধনের জন্য আবেদন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চান। এ প্রেক্ষিতে উদ্যোক্তাগণকে বিনিয়োগ বোর্ডের নির্ধারিত ফরম দেয়া হয় এবং ফরম কি ভাবে পূরণ করতে হবে সে বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়। তাছাড়াও আবেদনের সাথে কি কি কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে সে বিষয়েও ধারণা

দেয়া হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ কাগজপত্রসহ নিবন্ধনের জন্য আবেদন করার পর ২/ ৩ দিনের মধ্যেই নিবন্ধন প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে অনলাইনেও নিবন্ধনের আবেদন করা যায়।

(২) ইউটিলিটি সার্ভিসঃ উদ্যোক্তাগণ শিল্প প্রকল্প স্থাপনের বিষয়ে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, টেলিফোন ও পরিবেশ ছাড়পত্র প্রাপ্তির বিষয়ে জানতে চান। এ প্রেক্ষিতে তাদেরকে আবেদনের পদ্ধতি ও সংযুক্ত কাগজ-পত্রাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া হয়। এ কাজে সহায়তা করার জন্য গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, টেলিফোন ও পরিবেশ দপ্তর হতে একজন করে কর্মকর্তা বিনিয়োগ বোর্ডে নিযুক্ত আছেন।

(৩) ট্যাক্স সংক্রান্তঃ শিল্প উদ্যোক্তাগণ শিল্প প্রকল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার কর সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চান। এ বিষয়ে বিনিয়োগ সুবিধা ও সেবা শাখার আওতাধীন ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেলে নিয়োজিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা চাহিদা অনুযায়ী পরামর্শ প্রদান করে থাকেন।

(৪) নিবন্ধনোত্তর পরামর্শঃ উদ্যোক্তাগণ শিল্প প্রকল্প নিবন্ধন ও বাস্তবায়ন করার পর শিল্পের কাঁচামাল আমদানির বিষয়ে জানতে চান। এ বিষয়ে তাদেরকে বিনিয়োগ বোর্ডের নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। তাছাড়াও শিল্পের জন্য ঋণ প্রাপ্তি, মূলধনী যন্ত্রপাতি ছাড়করণ ইত্যাদি নানা বিষয়েও উদ্যোক্তাগণ জানতে চাইলে, চাহিদা মতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে।

১.১ গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট

১.১.১ Drop Box এর ব্যবহার

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর কর্মকর্তাগণ একটি টিম হিসাবে কাজ করেন। ফলে প্রায়শই একজন কর্মকর্তার কাজ সম্পর্কে অন্যদের অবহিত থাকতে হয়। কোন প্রয়োজনে কাউকে তাৎক্ষণিক ভাবে পাওয়া না গেলে বা যোগাযোগ করা সম্ভব না হলে কার্যক্রম বিঘ্নিত না হয় সে জন্যে Drop Box চালু করা হয়েছে । এ ব্যবস্থায় যে সকল পত্র যোগাযোগ হয়ে থাকে, পরবর্তী প্রয়োজনে সেগুলো ব্যবহারের জন্য Drop Box এ সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

সকল পত্রের একটি কপি Drop Box এ থাকার ফলে Paperless Cyber Archive তৈরি হচ্ছে এবং প্রয়োজনের সময় জিআইইউ এর যে কোন কর্মকর্তা সেটি ব্যবহার করতে পারছে। নতুন কোন কর্মকর্তা যোগদান করলে কোন একটি বিষয়ে পূর্বের সকল পত্র যোগাযোগ সম্পর্কে তিনি সহজেই অবহিত হতে পারেন। Drop Box এর ব্যবহার জিআইইউ এর কার্যক্রমকে স্বচ্ছ, গতিশীল ও জবাবদিহিতামূলক করেছে।

১.১.২ ইমেইল এর মাধ্যমে খসড়া শেয়ার করা

কোন ওয়ার্কশপ, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, সভার কার্যবিবরণী বা যে কোন কার্যক্রমের খসড়া ইমেইল এর মাধ্যমে কর্মকর্তাদের মধ্যে আদান প্রদান হয়ে থাকে । এতে কর্মকর্তাগণ সহজেই যে কোন বিষয়ে মতামত প্রদান বা সম্পাদনা করে মান উন্নীত করতে পারেন। এমনকি এ সংকলনের খসড়া এ কার্যালয়ের মুখ্য সচিব, সচিব থেকে অন্যান্য কর্মকর্তাগণের কাছেও ইমেইল এ পাঠানো হয়েছে । কোন পত্রের চুড়ান্ত খসড়া তৈরির পূর্বে এরূপ চর্চার ফলে সকলে তাদের মতামত দেন এতে করে পত্রটি আরো তথ্যবহুল ও ভাষাগত দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হয় এবং এই ইউনিটের সকলে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত থাকেন। এতে কাগজের ব্যবহার এবং গতানুগতিক ভাবে নথি চালাচালি ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়েছে।

১.১.৩ প্রশিক্ষণ ও সভায় কাগজের ব্যবহার কমানো

জিআইইউ আয়োজিত যে কোন প্রশিক্ষণ বা সভায় কাগজের ব্যবহার কমানোর চেষ্টা করা হয়। কোন প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত কর্মকর্তাদের সাথে সকল যোগাযোগ ইমেইলে সম্পন্ন করে থাকে। এতে ডকুমেন্ট প্রস্তুত, বিতরণ ও সংরক্ষণ সহজ হয়। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু, উপস্থাপনার কপিসমূহ ইমেইল বা পেন ড্রাইভে সরবরাহ করা হয়। এতে কাগজের ব্যবহার হ্রাস ও ব্যয় সাশ্রয় হয়।

১.১.৪ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে দায়িত্ব ভাগ করে নেয়া

অন্যান্য সরকারি অফিসের ন্যায় এখানেও প্রত্যেক কর্মকর্তার পৃথক কর্মপরিধি রয়েছে। তবে জিআইইউ যে সকল উত্তম চর্চা অনুশীলন করে থাকে তার মধ্যে অন্যতম একটি হল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে অন্যদের সম্পৃক্ত হওয়া। কাজের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক/ অনানুষ্ঠানিক আলোচনা, অংশ বিশেষ সম্পাদন করে অন্যরা সম্পৃক্ত হন। সুতরাং ইউনিটের প্রত্যেক কাজের বিষয়ে সকলে অবগত থাকেন এবং তা সুষ্ঠু বাস্তবায়নের দায়িত্ব কিছুটা হলেও অন্যদেরকে নিতে হয়। ফলে Institutional Memory শক্তিশালী হয়। এক জনের অনুপস্থিতিতে অন্যজন নির্বিঘ্নে কাজটি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। ফলে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সময় কমে আসে, কাজের গুণগতমান বৃদ্ধি পায় এবং দ্রুত সেবা প্রদান সম্ভব হয়।

১.১.৫ নবাগত কর্মকর্তাকে ইউনিটের পরিচিতি তুলে ধরা

পাবলিক সেক্টরে শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যরা কোন কর্মস্থলে যোগদানের পর কাজ ও অফিস পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝিয়ে দেওয়ার সংস্কৃতি গড়ে উঠেনি। অফিসের সাথে নবাগতদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা থাকেনা। ফলে একজন নবাগত কর্মকর্তাকে অফিস বুঝে উঠতে বেশ সময় লাগে। সাধারণত অফিসে নিয়মিত যে কার্যাবলী সম্পাদিত হয়, নবাগত তার সাথে পরিচিত হন। সচরাচর প্র্যাকটিস হয়না এমন কাজের সাথে নবাগতের পরিচয় ঘটেনা। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য নবাগত কর্মকর্তাকে সার্বিক বিষয়ে অবহিত করে অফিসের কাজের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

১.১.৬ উপজেলা পরিষদের রাত্রিকালীন সমন্বিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণে জিআইইউ এর উদ্যোগ

উপজেলায় বিভিন্ন সরকারি বিভাগে নিয়োজিত নিরাপত্তা প্রহরীদের সমন্বিত দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো হয়েছে। উপজেলায় বিভিন্ন সরকারি অফিসে নিরাপত্তা প্রহরীর পদ রয়েছে। এ সকল প্রহরীরা স্ব-স্ব কর্মকর্তার নির্দেশক্রমে দ্বায়িত্ব পালন করতো। বিভিন্ন বিভাগে নিয়োজিত নৈশপ্রহরীদের কাজে কোন সমন্বয় বা যৌথ মনিটরিং ব্যবস্থা ছিল না। ফলশ্রুতিতে উপজেলা পরিষদগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল থাকতো। হরতাল/ অবরোধ চলাকালে এরূপ দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে অনেক সময় দুবৃর্ত্তরা নাশকতার ঘটনা ঘটাতো।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিদ্যমান নৈশপ্রহরীদের সমন্বিত ব্যবহারের একটি উদ্ভাবনী প্রস্তাবনা জিআইইউ স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করে। প্রস্তাবের মূল বিষয় হচ্ছে উপজেলার বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত ৮/ ৯ জন নৈশ প্রহরীর একটি তালিকা তৈরী করে, রোস্টার অনুযায়ী তাদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন। একজন কর্মকর্তাকে এ দায়িত্ব বন্টন ও তদারকির দায়িত্ব প্রদান। ফলশ্রুতিতে নৈশ প্রহরীগণ পূর্বে আলাদাভাবে দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে এখন দলগতভবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং সংশ্লিষ্ট থানার সাথে তাদের সংযোগ থাকছে।

সমন্বিতভাবে দায়িত্ব পালনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট নৈশ প্রহরীদের সাহস ও মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনরকম বর্ধিত জনবল বা অর্থসম্পদ ব্যবহার ব্যতিরেকেই বিদ্যমান জনবলের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হয়েছে।

১.১.৭ খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন প্রয়োগ রোধে জিআইইউ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

নাগরিক সেবার মান উন্নয়ন ও সহজিকরণে কেন্দ্রীয় ও তৃণমূল পর্যায়ের গৃহীত গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত উদ্যোগকে উৎসাহিত করে তা বাস্তবায়নে কৌশলগত সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশে নাগরিক সেবা প্রদান কার্যক্রমে গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর সূচনালগ্ন থেকেই কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রমের প্রস্তাব আহবান করে জিআইইউ থেকে পত্র প্রেরণ করা হয়।

উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় জেলা প্রশাসকগণ স্থানীয় উদ্যোগের মাধ্যমে স্ব স্ব জেলায় বাজারে ফরমালিনমুক্ত খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। স্থানীয় উদ্যোগে গৃহীত কার্যক্রম এবং প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ বিশ্লেষণ করে খাদ্যে ফরমালিনের অবৈধ ব্যবহার রোধকল্পে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি কাঠামোর মধ্যে আনয়ন করার গুরুত্ব উপলব্ধ হয়। এর ফলশ্রুতিতে দীর্ঘমেয়াদে ভোক্তাদের জন্য ফরমালিনমুক্ত খাদ্যবাজার নিশ্চিতকরণে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় জনস্বার্থে তা নির্ধারণের লক্ষ্যে গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক

উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভীর সভাপতিত্বে খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন প্রয়োগ রোধে উদ্ভাবনী পদক্ষেপ শীর্ষক সভায় ফরমালিন এর বিকল্প প্রিজারভেটিভ এবং কারিগরী বিভিন্ন বিষয়ে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য কমিটিতে সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সভাপতি এবং মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করছেন। এছাড়া খাদ্যে ফরমালিন বা ভেজাল রোধ বিষয়ক সভা ও কর্মকান্ড সমন্বয়ের জন্য জিআইইউ কে সমন্বয়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

জিআইইউ কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ ও বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মতামত এবং বর্তমানে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত বাস্তবতার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, সচেতনতা বৃদ্ধিসহ নিয়মিতভাবে গৃহীত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পাশাপাশি ফরমালিন প্রতিরোধে কেন্দ্রীয়ভাবে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরী। বিষয়টি পর্যালোচনাপূর্বক গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট অনুধাবন করেছে যে, ফরমালিন ব্যবহার রোধে নিম্নবর্ণিত পরামর্শসমূহ বাস্তবায়ন করা আশু প্রয়োজনঃ

১. বর্তমানে মোবাইল কোর্টে ফরমালিন সনাক্তকরণের জন্য ব্যবহৃত ফরমালিন টেস্টকিট অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং এর সাহায্যে পরীক্ষা করা বেশ সময়সাপেক্ষ হওয়ায় বিকল্প পরীক্ষা কিট বাজারজাত করণ যা স্বল্পমূল্যে ভোক্তা পর্যায়ে বিপণনযোগ্য ও সহজে ব্যবহারযোগ্য (user friendly);

২. পচনশীল খাদ্য যেমন ফলমূল, মাছ, শাক-সব্জী ইত্যাদির সংরক্ষণের জন্য ফরমালিনের বিকল্প preservative উদ্ভাবনের বিষয়ে দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গবেষণাধর্মী উদ্যোগ গ্রহণ।

পবর্তীতে উল্লিখিত কমিটির ২টি সভা হতে নিম্নোক্ত সুপারিশ পাওয়া যায়ঃ

ক) পরীক্ষাগারে সফলতা প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে পাইলট স্কেলে সব্জী এবং আম, লিচু ও আনারসের ক্ষেত্রে কিটোসান এর ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং এর বাণিজ্যিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

খ) ফল ও সব্জীর পাশাপাশি মাছ এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের প্রিজারভেটিভ হিসাবে কিটোসান ব্যবহারের জন্য অধিকতর গবেষণার প্রয়োজনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

গ) অন্যান্য বিকল্প প্রিজারভেটিভ উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর যৌথ অথবা পৃথক উদ্যেগে প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বাণিজ্য ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। ফরমালিনের বিকল্প কিটোসান এর ব্যবহার জিআইইউ এর অন্যতম উদ্ভাবনী ধারণা।

১.১.৮ বাল্য বিবাহ নিরোধে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের উদ্যোগ

বাংলাদেশে বাল্য বিবাহের উচ্চহার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতায় এর ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট একটি বিকল্প উদ্ভাবনী আঙ্গিকে এর সমাধানে কাজ শুরু করে।

শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্য, কন্যা শিশুর সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, ধর্মীয় মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, কুসংস্কার প্রভৃতিকে বাল্য বিবাহের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও বর-কনে, তাদের অভিভাবক কখনই একজন নিকাহ রেজিস্ট্রার/ মৌলভী/ পুরোহিতের সাহায্য ছাড়া বিয়ে পড়াতে পারেন না। এ বিষয়টিকে সামনে রেখেই গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট বিকল্প ধারায় বিষয়টির সমাধান বের করে। গতানুগতিক ধারায় বাল্য বিয়ে সম্পাদন হবার পর খবর পেলে কোন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা জনপ্রতিনিধি অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা করে থাকেন। কিন্তু জিআইইউ বিবাহ সংঘটনের পূর্বেই যারা বিবাহ পড়ান তাদেরকে আইন বহির্ভূত ভাবে বিবাহ পড়াতে নিরুৎসাহিত করে থাকেন।

জিআইইউ সচরাচর যারা বিবাহ পড়ান এরূপ নিকাহ রেজিস্ট্রার বা এর বহির্ভূত মৌলভী, পুরোহিত, ধর্মীয় শিক্ষকদের ইউনিয়ন ভিত্তিক একটি ডাটাবেজ তৈরী করে স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে তাদের নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের আয়োজন এবং মনিটরিং এর ব্যবস্থা করেছে। আইন ও বিচার বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতেও নির্দেশনা জারী করে নোটারীর মাধ্যমে বিয়ে পড়ানোকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। নিকাহ রেজিস্ট্রারদের কার্যক্রম মনিটরিং এবং তাদের নির্দিষ্ট স্থানে বসানোর জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ইউনিয়ন পরিষদে কক্ষের ব্যবস্থা করতে নির্দেশনা জারী করেছে। নিকাহ রেজিস্ট্রারগণ কে নিয়মিতভাবে বছর শেষে তাদের পড়ানো বিবাহের তথ্য জেলা রেজিস্ট্রার/ জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে।

জিআইইউ এর উদ্যোগের ফলে অশিক্ষিত, অসচেতন, দরিদ্র অভিভাবক যতই চেষ্টা করুক না কেন, কোন অবস্থাতেই তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের বিয়ে দিতে পারবেনা কেননা এরূপ বিয়ে পড়াতে কোন নিয়মিত বা শৌখিন নিকাহ রেজিস্ট্রার কেউই রাজি হবেন না। যেহেতু পূর্বেই তাদের ডাটাবেজ তৈরীর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে।

বাল্য বিবাহ নিরসনের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সক্ষম এরূপ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা/ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টার সভাপতিত্বে গত ১৮ মার্চ ২০১৪ তারিখে একটি পরামর্শক সভার আয়োজন করে।

আয়োজিত এ সভায় স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন-কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এ সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে উপজেলা এবং জেলা প্রশাসনকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

বাল্য বিবাহ নিরোধে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে মত বিনিময় সভা

জেলা রেজিস্ট্রার ও জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাগণের সাথে বাল্য বিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত সভা

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ মাঠপ্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে মত বিনিময় সভা

এছাড়াও আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে সকল জেলা জজ ও বার কাউন্সিলকে, তথ্য মন্ত্রণালয়, চলচিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরকে, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও

সমবায় মন্ত্রণালয় সকল জেলা প্রশাসক ও প্রকল্প পরিচালক (জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন)-কে এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন সকল জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সভার সিদ্ধান্ত মতে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাছাড়া জিআইইউ হতে সারাদেশের নিকাহ রেজিস্ট্রারদের নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে এবং এনজিওদের নিয়েও বাল্য বিবাহ রোধে সভা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছে এবং বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন নেয়া হচ্ছে।

জিআইইউ মতবিনিময় সভা/ কর্মশালা পরিচালনার পাশাপাশি বাল্যবিবাহ নিরোধের বিষয়ে গবেষণাধর্মী কাজ করার জন্য সকল বিভাগ হতে এ সংক্রান্ত তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রহ করে একটি ডাটাবেজ তৈরির কাজও করছে। জিআইইউ কর্তৃক এ ধরনের বিকল্প, উদ্ভাবনী উদ্যোগ দেশে বাল্য বিবাহের হার কমিয়ে কন্যাশিশুর ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

২. রেলপথ মন্ত্রণালয়

২.১ ট্রেনে পচনশীল পণ্য পরিবহনে আলাদা বগির ব্যবস্থা রাখা

পচনশীল পণ্য যেমন শাক-সব্জী ও ফল-মূল উৎপাদনের পর দ্রুত বাজারজাত করা না হলে তা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে কৃষকগণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকেন। ইনোভেশন টিমের সভা হতে পচনশীল পণ্য পরিবহনে প্রতিটি ট্রেনে একটি আলাদা বগি সংযোজনের একটি প্রস্তাব রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

রেলপথ মন্ত্রণালয় প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন করে ইনোভেশন টিমকে অবহিত করে যে সীমান্ত, রূপসা, সুন্দরবন, কপোতাক্ষ, সাগরদাঁড়ি, তিতুমীর, বরেন্দ্র, মধুমতি, সিরাজগঞ্জ ভাটিয়াপাড়া, নকশিকাঁথা, মহানন্দা, চিলাহাটি প্রভৃতি এক্সপ্রেসে পণ্য পরিবহনে ল্যাগেজ ভ্যান সুবিধা আছে। আগামীতে এ সুবিধা আরো বাড়ানো হবে।

৩. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

৩.১ কারণ দর্শানো নিস্পত্তির পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করা

কর্মকর্তাদের ত্রুটি, বিচ্যুতি, অনিয়ম বা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রশাসনিকভাবে কখনো কখনো সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ব্যাখ্যা তলব বা কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করে থাকে। পূর্বে কোন কর্মকর্তাকে এরূপ কারণ দর্শানো হলে তা নিস্পত্তির পর তাকে জানানো হতো না। এতে কর্মকর্তাকে এক ধরণের অস্বস্তির মধ্যে দিনাতিপাত করতে হতো। কোন কোন কর্মকর্তা বিভিন্ন পন্থায় কারণ দর্শানোর ফলাফল জানার চেষ্টা করতেন। যা সুষ্ঠু প্রশাসনের অন্তরায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কারণ দর্শানো নিস্পত্তির ফলাফল সংশ্লিষ্ট

কর্মকর্তাকে জানানোর সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রস্তাবনা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হলে মন্ত্রণালয় তা গ্রহণ করে। বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কারণ দর্শানো নিষ্পত্তি হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জানিয়ে দেন।

এ উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বৈধ উপায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয় অবগত হচ্ছেন। ফলে তার মানসিক হয়রানি দূর হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতের পাশাপাশি কর্মভারও অনেকাংশে লাঘব হচ্ছে ।

৪.বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

আন্তর্জাতিক ভ্রমণের সময় যাত্রীদের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে বিমানে আরোহণের পূর্বে এবং ট্রানজিট যাত্রীদের বিমানের অপেক্ষায় দীর্ঘ সময় কাটাতে হয়। এ সময় তারা বিভিন্ন প্রয়োজনে ওয়াই-ফাই ব্যবহার করতে চান। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহে অতীতে পর্যাপ্ত ওয়াই-ফাই সুবিধা না থাকায় যাত্রীরা বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতেন। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট থেকে দেশের সকল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ওয়াই-ফাই চালু বিষয়ক একটি উদ্ভাবনী প্রস্তাব বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানমন্দর ঢাকা, হযরত শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চট্টগ্রাম ও ওসমানি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সিলেটের ভিআইপি লাউঞ্জে এবং দর্শনার্থী হল এলাকায় ওয়াই-ফাই চালু করা হয়েছে। বিমান বন্দরে ওয়াই-ফাই সুবিধা থাকায় যাত্রীগণ অপেক্ষাকালে এ সুবিধা ভোগ করতে পারেন।

৫. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

৫.১ প্রথম হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত অননুমোদিত বই পড়তে নিরুৎসাহিত করা

প্রথম হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা, কয়টি বই পড়বে তা জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারণ করে দেয় আছে। তার পরেও প্রাথমিক পর্যায়ের অনেক বিদ্যালয়ে বাড়তি বই পড়ানো হয়। বাড়তি বই শুধু শিক্ষার্থীদের উপর বাড়তি পড়ার চাপই সৃষ্টি করেনা বরং শিশু শিক্ষার্থীদেরকে বয়সের তুলনায় অনেক বেশী ভার বহন করে স্কুল ব্যাগ নিয়ে চলাফেরা করতে হয়। বিষয়টি জিআইইউ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নজরে আনলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর একটি পরিপত্র জারীর মাধ্যমে অনুমোদিত বই/ শিক্ষা উপকরণ ব্যতীত অন্যকিছু বিদ্যালয়ে আনা নিরুৎসাহিত করে। জিআইইউ কর্তৃক গৃহীত এ উদ্যোগের ফলে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীগণ অহেতুক, অপ্রয়োজনীয় বইয়ের ভার বহন হতে মুক্তি পেয়েছে।

৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

৬.১ Interactive Voice Response (IVR)

দুর্যোগের আগাম তথ্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে চাহিদা মোতাবেক অবহিতকরণের জন্য IVR নামক এ সেবাটি চালু করা হয়েছে।

এ সেবা পেতে হলে যে কোন মোবাইল ফোন থেকে ১০৯৪১ ডায়াল করে '১' এ ডায়াল করলে সমুদ্রগামী জেলেদের জন্য আবহাওয়া বার্তা, '২' ডায়াল করলে নদী বন্দর সমূহের জন্য সতর্ক সংকেত, '৩' ডায়াল করলে দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা, '৪' ডায়াল করলে ঘূর্নিঝড়ের সতর্ক সংকেত, '৫' ডায়াল করলে দেশের বন্যা পরিস্থিতি তথা বিভিন্ন নদ-নদীর পানি হ্রাস-বৃদ্ধির অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য জানা যায়।

এরূপ সেবা চালুর পূর্বে রেডিও, টেলিভিশিনের সংবাদ বুলেটিন বা পত্রিকার সংবাদ ব্যতীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ অনুসারে দুর্যোগ বিষয়ে আগাম তথ্য জানা সম্ভব ছিল না। ফলে দুর্যোগ প্রস্তুতি গ্রহণ কষ্টসাধ্য ছিল। আগাম তথ্য জানা যায় বলে দুর্যোগ সংঘটনের আগেই লোকজন কে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়স্থলে সরিয়ে নেয়া যায়। ফলে জানমালের ক্ষতি অনেকাংশ কম হয়। আবার জেলেগণ সমুদ্র যাত্রার পূর্বেই আবহাওয়ার অবস্থা জেনে যাত্রা শুর করতে পারেন অথবা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার খবর পূর্বেই পান বলে নিরাপদে সরে আসতে পারেন।

IVR সেবাটি দেশের বন্যা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতির প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় এক নব দিগন্তের সূচনা করেছে। পাশাপাশি জানমালের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণও কমে গেছে ব্যাপকহারে।

৬.২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ই-লাইব্রেরি

ই-লাইব্রেরি একটি অনলাইন প্লাটফর্ম যা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিষয়ক প্রকাশনা (যেমন: বাংলাদেশ সরকার ও বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত বই, প্রতিবেদন, গবেষণা পত্র, ম্যানুয়াল, তথ্যপুস্তক, পোস্টার, লিফলেট, মানচিত্র ইত্যাদি) এবং নীতিমালা যেমন: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২, দুর্যোগ বিষয়ে স্থায়ী আদেশাবলী ইত্যাদি) ধারণ করে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জড়িত প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও ব্যক্তিবর্গের মাঝে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ প্রদান করে। ই-লাইব্রেরিটি জুলাই ২০১৪ এ আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করেন মাননীয় মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপন ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। বর্তমানে ই-লাইব্রেরিটিতে ৩২৫টি প্রকাশনা লিপিবদ্ধ আছে। কোন প্রকাশনা পড়া বা ডাউনলোডের জন্য রেজিস্ট্রেশন করার প্রয়োজন হয় না। ই-লাইব্রেরিটি বিগত মার্চ ২০১৪ সালে স্থাপন করা থেকে জানুয়ারি ২০১৫ এর মধ্যবর্তী সময়ে প্রায় ৭.৫ লক্ষ সার্চ, ৩৫ হাজার ডাউনলোড ও ৪০ হাজার বার দেখা হয়েছে।

৭. ভূমি মন্ত্রণালয়

৭.১ ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে অভিযোগ পেইজ যুক্তকরণ

ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে জনগণের যে কোন অভিযোগ/ আপত্তি গ্রহণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে অভিযোগ পেইজ যুক্ত করা হয়েছে।

প্রাপ্ত অভিযোগ প্রিন্ট করে প্রথমে নথিতে উপস্থাপন করা হয় এবং গৃহীত পদক্ষেপ/ সিদ্ধান্ত অভিযোগকারীকে ই-মেইলের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়।

ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে জনগণের প্রচুর অভিযোগ থাকে। কিন্তু দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে সকল অভিযোগ মন্ত্রণালয়ে পৌঁছাতে হলে অভিযোগকারীকে সশরীরে ঢাকা এসে অভিযোগ করা সময় সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্য বলে অভিযোগকারীকে হয়রানির শিকার হতে হতো। কিন্তু অনলাইনে অভিযোগ প্রেরণের সুবিধা থাকায়, দেশের যে কোন স্থান হতে নির্বিঘ্নে যে কেউ কোন অভিযোগ/ আপত্তি/ জিজ্ঞাসা করে তার উত্তর পেয়ে যাচ্ছেন। ফলে অর্থ ও সময় সাশ্রয়ের পাশাপাশি হয়রানি দূর হয়েছে।

৭.২ মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত সফটওয়্যার চালু

ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত মামলা-মোকদ্দমার তথ্য সংরক্ষণের জন্য এই সফটওয়্যারটির মাধ্যমে দেশের সকল জেলার ভূমি সংক্রান্ত মামলার তথ্য সংরক্ষণ এবং শুনানীর দিন ধার্য করা হয়। একইসাথে সকল জেলায় গৃহীত মামলার সংখ্যা, নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা, অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা, রায়ের তারিখ ইত্যাদি বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য জানা যায়। জেলা প্রশাসকগণের সমন্বয়ে সার্বিকভাবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করা হয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইটি সেল এটির সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। এ সফটওয়্যারটি চালুর পূর্বে ভূমি মন্ত্রণালয়ে সারাদেশের মামলা সংক্রান্ত কোন তথ্য/ উপাত্ত ছিলনা। বর্তমানে সকল মামলা, মামলা নিস্পত্তি এবং ধার্য তারিখ ও রায়ের বিষয়ে সহজেই সকল তথ্য জানা যায়।

৮. কৃষি মন্ত্রণালয়

৮.১ ভ্রাম্যমান বীজ পরীক্ষাগার

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি কৃষি, আর কৃষির মূল উপকরণ বীজ। ভাল বীজে ভাল ফসল। তাই ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান উপায় হচ্ছে মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার। ব্যবহৃত বীজ মানসম্পন্ন না হলে কোনক্রমেই ভাল ফলন আশা করা যায় না। শুধুমাত্র মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার দ্বারা ফসলের উৎপাদন শতকরা ১৫-২০ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাই জনবহুল আমাদের এ কৃষি নির্ভর দেশে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও নিশ্চিত করতে হলে ভাল বা মানসম্পন্ন বীজ

উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের উপর জোর দিতে হবে। দেশের কৃষি নীতি ও বীজ নীতিতেও এ বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে বীজের মোট চাহিদার প্রায় ৭৫-৮০% কৃষকগণ নিজেদের সংরক্ষিত বীজ হতে ব্যবহার করে থাকেন, যার গুণগতমান পরীক্ষিত নয়, এবং মানসম্পন্ন নয় বলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না। তাই সার্বিকভাবে বীজের মানের উন্নয়ন ঘটাতে হলে কৃষকের উৎপাদিত, সংরক্ষিত ও ব্যবহৃত বীজের মান উন্নত করতে হবে। বীজের গুণগতমান যাচাইয়ের জন্য তার বিশুদ্ধতা, আর্দ্রতা, অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, সজীবতা ইত্যাদি পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়। যার সুবিধা খুবই সীমিত। আমাদের কৃষকদের তেমন কারিগরী জ্ঞানও নেই যার মাধ্যমে নিজেরাই প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করে তাদের ব্যবহৃত বীজের গুণগতমান জেনে নিতে পারেন। তাছাড়া তাদের নাগালের মধ্যে অর্থাৎ কাছাকাছি কোন বীজ পরীক্ষাগার না থাকায় অর্থ ও সময় ব্যয় করে দূরবর্তী বীজ পরীক্ষাগার হতে বীজ পরীক্ষা সেবা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তারা তেমন সচেতন বা আগ্রহী নন। ফলে কৃষকগণ তাদের সংরক্ষিত এবং হাট-বাজার হতে সংগৃহীত বীজের গুণগত মান না জেনে অনেক বেশী হারে বীজ মাঠে বপন করেছেন; অনেক ক্ষেত্রে তার মান ভাল না হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং অধিক ফলন হতে দেশ বঞ্চিত হচ্ছে। এতে উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণেরও অপচয় হচ্ছে।

এ সকল সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনীয় বীজ পরীক্ষা সুবিধা কৃষকের দোরগোড়ায় নিয়ে গিয়ে যথাসময়ে মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর উদ্যোগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ মেয়াদে ভ্রাম্যমাণ বীজ পরীক্ষাগার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ভ্রাম্যমান বীজ পরীক্ষাগার কর্মসূচীর উদ্দেশ্য

১. বীজ পরীক্ষা সুবিধা দোরগোড়ায় নিয়ে গিয়ে কৃষকদের সংরক্ষিত ও ব্যবহৃতব্য বীজ পরীক্ষা করে বীজের গুণগতমান সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে তদের অবহিতকরণ।

২. বীজের বাজার মনিটরিং এর মাধ্যমে ডিলারদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।

৩. মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও স্থিতিশীল খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ।

৮.২ বাংলাদেশ রাইস নলেজ ব্যাংক নামক অনলাইন সেবা

ব্রি ধানের জাত ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তথ্য, মান সম্মত বীজ সরবরাহ, ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি ও পরিচর্যা, পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই দমন, ধানের সেচ ও সার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রযুক্তি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রাইস নলেজ ব্যাংক নামে একটি অনলাইন ভিত্তিক সেবা চালু করা হয়েছে।

৯. শিল্প মন্ত্রণালয়

(৯.১) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে নিয়মিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা ও পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি এবং দাপ্তরিক কার্যাদি দ্রুত ও দক্ষতার সাথে সম্পাদনের জন্য নিয়মিত ভাবে এখানে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে মডিউল নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

ক) বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)

(৯.২) অনলাইন এ পণ্যের চাহিদা পত্র প্রেরণের ব্যবস্থাকরণ

প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর গাড়ি ক্রয়ের চাহিদা পত্র অনলাইনের মাধ্যমে গাড়ীর ক্রেতা বরাবর (সরকারি বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থা) প্রেরণ করার ফলে সময়ের অপচয় কম হচ্ছে ও সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৯.৩) কর্মকর্তাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষায় ভিডিও কনফারেন্স প্রযুক্তি ব্যবহার

এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিএসইসির প্রধান কার্যালয় হতে নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে দ্রুত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হচ্ছে।

খ) বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

(৯.৪) কাস্টমাইজড সফটওয়্যার এর ব্যবহার

এ সফটওয়্যার ব্যবহার করে স্বল্প সময়ের মধ্যে কাঁচামাল ও কারিগরি যন্ত্রপাতি সরবরাহের ফলে উৎপাদনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বল্প সময়ে প্রাক্কলন তৈরি, দরপত্র সংরক্ষণ, ডিজিটাল স্বাক্ষরের মাধ্যমে অনলাইনে দরপত্র প্রেরণ এবং পূর্বের সকল দরপত্রের আর্কাইভ প্রস্তুত সম্ভব হচ্ছে। ফলে মনিটরিং ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ) বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

(৯.৫) ফার্টিলাইজার ডিষ্ট্রিবিউশন মনিটরিং সিস্টেম

এ সিস্টেমের মাধ্যমে কারখানা ও বাফার গুদামসমূহের বিতরণ, মজুদ ইত্যাদি তথ্য সরাসরি অনলাইনে ইনপুট এবং সেন্ট্রাল ডাটাবেইজে সংরক্ষণ ও রিপোর্ট প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১০. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

১০.১ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের সমাহিতকরণকালে সরকারি অনুদান প্রদান

জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সরকার প্রদত্ত অনুদান এখন টাঙ্গাইল জেলায় প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধাদের সমাহিতকরণের পূর্বেই তার আপনজনদের হাতে পৌছে দেয়া হয়। ইতঃপূর্বে এ অনুদান প্রদানের জন্য একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হতো। এ প্রক্রিয়ায় প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার কোন আপনজনকে অনুদানের অর্থ পাওয়ার জন্য বিভিন্ন কার্যালয়ের প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহ করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক টাংগাইল বরাবরে আবেদন করতে হতো। উপজেলা নির্বাহী অফিসার তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশ সহকারে জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রেরণ করতেন। অতঃপর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কয়েকটি আবেদন জমা হলে অনুমোদনের জন্য নথিতে উপস্থাপন করা হতো । জেলা প্রশাসকের অনুমোদন প্রাপ্তির পর অনুদানের টাকা ক্রস চেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরে প্রেরণ করা হতো। আবার কোন কোন সময় বরাদ্দ না থাকলে মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দের জন্য লিখা হতো। এতে বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার উত্তরাধিকার/ পোষ্যদের নিকট দাফন, কাফন বা সৎকারের টাকা প্রদান করতে চার হতে ছয় মাস পর্যন্ত সময় লেগে যেত। অনেক ক্ষেত্রে দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে ধারদেনা করে দাফন/ সৎকারের ব্যবস্থা করতে হতো, যা মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও সরকার উভয়ের জন্যই বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতো। ফলে সরকারের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানানোর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার অনেকটাই ম্লান হয়ে যেত।

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, টাংগাইল জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উদ্যোগ নেয়। বিগত ১৫ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে এ বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের এক আলোচনায় জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জানান যে প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্বে সরকারী অনুদান তার পরিবারের কাছে হস্তান্তরের দ্বারা উদ্ভূত সমস্যার নিরসন সম্ভব। অতঃপর এ বিষয়ে জিআইইউ একটি বিকল্প উপায় বের করে। তদানুযায়ী জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল বরাদ্দকৃত অর্থ উত্তোলন করে কিছু অর্থ পূর্বেই উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে প্রদান করে রাখেন। কোন বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির পর গার্ড অফ অনার প্রদানের জন্য যাওয়ার সময় জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা তাদের প্রতিনিধি খালি আবেদন ফর্ম ও দরকারি পরিমাণ নগদ অর্থ সাথে নেন। অতঃপর আবেদনপত্রে প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধার উত্তরাধিকার/ পোষ্যের স্বাক্ষর ও সংশ্লিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের সুপারিশ গ্রহণ করে, সরকার নির্ধারিত হারে নগদ টাকা সেখানেই প্রদান করেন। অধিকন্তু, জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল, তার কাছে বরাদ্দকৃত অর্থ নিঃশেষ হওয়ার পূর্বেই মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দ আনার ব্যবস্থা করেন।

পূর্বের পদ্ধতিতে প্রাপক বরাবরে অনুদানের অর্থ পৌঁছানোর পরিবর্তে, অনুদান প্রদানের প্রক্রিয়াকে যথাযথ রাখার দিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হতো। বর্তমান পদ্ধতিতে অনুদান যথাসময়ে প্রদানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ জন্যে জেলা প্রশাসন একদিকে বরাদ্দের অর্থ

নিঃশেষ হওয়ার পূর্বেই মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করে চাহিদা অনুসারে অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত করছেন, অন্যদিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের হাতেও কিছু অর্থ সব সময় মজুদ থাকছে। ফলে গতানুগতিক পদ্ধতি নির্ভর ধারা থেকে জেলা প্রশাসন বেরিয়ে এসেছে। তাছাড়া এটি পদ্ধতি নির্ভর প্রশাসনকে ফলাফল ধর্মী প্রশাসনে উন্নীত করেছে। এ পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে টাঙ্গাইল জেলায় এ সংক্রান্ত সেবার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন হয়েছে তা নিম্নে উলেখ করা হলোঃ

পূর্বের পদ্ধতিঃ

মুক্তিযোদ্ধার নাম ও ঠিকানা	মৃত্যুবরণের তারিখ	অনুদান প্রদানের তারিখ
মোঃ আবু হানিফ	২ জুন ২০১৪	১৫ ডিসেম্বর ২০১৪
মোঃ মোতাহের আলী	২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	১৫ ডিসেম্বর ২০১৪
মোঃ হযরত আলী	৫ মার্চ ২০১৪	১৫ ডিসেম্বর ২০১৪
মোঃ আঃ ছামাদ	৫ আগস্ট ২০১৪	১৫ ডিসেম্বর ২০১৪
মোঃ গোলাম রহমান	২৯ জুন ২০১৪	১৫ ডিসেম্বর ২০১৪
মোঃ মোবারক আলী	১৩ নভেম্বর ২০১২	৮ জুন ২০১৪
মোঃ খবির হোসেন	১৬ নভেম্বর ২০১২	১৫ ডিসেম্বর ২০১৪
মোঃ আমিনুর রহমান	১৯ জুলাই ২০১৪	১৫ ডিসেম্বর ২০১৪

সহজিকরণের পরবর্তী পদ্ধতিঃ

মুক্তিযোদ্ধার নাম ও ঠিকানা	মৃত্যুবরণের তারিখ	অনুদান প্রদানের তারিখ
মহি উদ্দিন	১৮ জানুয়ারি ২০১৫	১৮ জানুয়ারি ২০১৫
শাহ মোঃ গোলাম কবির	২২ জানুয়ারি ২০১৫	২২ জানুয়ারি ২০১৫
সিরাজ উদ্দিন	২৪ জানুয়ারি ২০১৫	২৪ জানুয়ারি ২০১৫
শ্রী বলরাম চন্দ্র বর্মণ	২৮ জানুয়ারি ২০১৫	২৮ জানুয়ারি ২০১৫
ইন্তাজ আলী	১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
মোঃ.আবুল কাশেম	৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
নূর আহম্মদ	২০ মার্চ ২০১৫	২০ মার্চ ২০১৫
আমিনুর রহমান খান	২৬ মাচ ২০১৫	২৬ মার্চ ২০১৫
মীর আবুল হোসেন	২৭ মার্চ ২০১৫	২৭ মার্চ ২০১৫
মোসাঃ সাজেদা বেগম	৩১ মার্চ ২০১৫	৩১ মার্চ ২০১৫
মোঃ বছির দেওয়ান	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
আঃ আজিজ মিয়া	১৭ এপ্রিল ২০১৫	১৭ এপ্রিল ২০১৫
হাবিবউলাহ	১৮ এপ্রিল ২০১৫	১৮ এপ্রিল ২০১৫
আব্দুল হামিদ	১৯ এপ্রিল ২০১৫	১৯ এপ্রিল ২০১৫
সামছুউদ্দিন	১৫ এপ্রিল ২০১৫	১৫ এপ্রিল ২০১৫

উল্লিখিত তথ্য থেকে সহজেই দেখা যায়, পূর্বের পদ্ধতিতে কোন বীর মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুবরণের পর থেকে অনুদান প্রাপ্তির গড় সময় ১০ মাসেরও বেশী। পক্ষান্তরে নতুন প্রবর্তিত পদ্ধতিতে এই সময় মাত্র ০১ দিন, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। আপাতদৃষ্টিতে সামান্য পরিবর্তন মনে হলেও জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তার আপনজনদের সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রকারান্তরে উদ্ভাবনী এ ধারণা সরকারের ভাবমূর্তি ব্যাপকভাবে উজ্জ্বল করেছে। অসংখ্য অসচ্ছল

মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়া থেকে রক্ষা করেছে। জাতীয় ও সামাজিক জীবনে এ পরিবর্তনের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধাদের লাশ পরিবহন ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসনের এ পদ্ধতি অন্যান্য জেলা প্রশাসন হুবহু অনুসরণ করতে পারে। তাছাড়া, পাবলিক সেক্টর আরও বহুক্ষেত্রে কার্যসম্পাদনের পদ্ধতির চেয়ে ফলাফল অর্জনে অধিক গুরুত্ব দিয়ে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ করতে পারে।

১০.২ মৌজা ম্যাপ সরবরাহ সহজিকরণ

জমি কৃষকের প্রাণ। জমি জমা সংক্রান্ত প্রয়োজনে কৃষকসহ অনেকেই জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ড রুম থেকে মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ করেন। বর্তমানে কোন আবেদনকারী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ফ্রন্ট ডেস্কে এসে মৌজা ম্যাপের মজুদ নিশ্চিত হয়ে আবেদন করেন। কিছুদিন পূর্বেও মৌজা ম্যাপ প্রাপ্তি এত সহজ ছিলনা।

পূর্বে একজন আবেদনকারী জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ফ্রন্ট ডেস্কে এসে মৌজা ম্যাপের জন্য আবেদন করত। অতঃপর আবেদনখানা রেকর্ড রুম শাখায় পাঠানো হতো। রেকর্ড রুমে সংশ্লিষ্ট মৌজা ম্যাপ মজুদ থাকলে তা বিক্রি করা হতো, অন্যথায় মৌজা ম্যাপ নেই মর্মে আবেদনকারীকে জানিয়ে দেয়া হতো। 'শুধুমাত্র মৌজা ম্যাপ নেই' এ তথ্যটি জানার জন্য একজন আবেদনকারীকে কমপক্ষে ২ বার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আসতে হতো। বস্তুত আবেদনকারী কোন সেবাই পেতনা। তার সমস্যা থেকেই যেত।

বিষয়টি জিআইইউ এর নজরে এলে আবেদনকারীগণকে দ্রুত ম্যাপ সরবরাহ করার জন্য মৌজা ম্যাপের হালনাগাদ মজুদ সংক্রান্ত তথ্য মাইক্রোসফট এক্সেলে (MS Excel) সংরক্ষণ করার জন্য জেলা প্রশাসকগণকে পরামর্শ দেওয়া হয়। এতে যে মৌজার ম্যাপ মজুদ নেই বা খুবই কম সংখ্যায় রয়েছে তা সহজেই নিশ্চিত হয়ে মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর থেকে সংগ্রহ করে রেকর্ড রুমের মজুদ সন্তোষজনক রাখা সম্ভব হয়। ফ্রন্ট ডেস্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ এ প্রক্রিয়ায় মজুদ সম্পর্কে অবহিত থাকেন। এখন যে কোন আবেদনকারী নিশ্চিত হয়েই মৌজা ম্যাপের জন্য আবেদন করে তা সংগ্রহ করতে পারছেন।

জনগণের চাহিদা অনুসারে কম খরচে, কম সময়ে ও হয়রানি লাঘব করে সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট পূর্ব থেকে মজুদ বা হালনাগাদ রাখা জবাবদিহিতার এক অনন্য নজির। অন্যান্য ক্ষেত্রেও সেবাপ্রদান সহজিকরণের জন্য জেলা প্রশাসন এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে।

১০.৩ জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ফ্রন্ট ডেস্ক

স্বল্পসময়ে, কমখরচে, বিড়ম্বনাহীনভাবে সরকারের নিকট থেকে গুণগত ও মানসম্মত সেবাপ্রাপ্তি জনগণের স্বাভাবিক প্রত্যাশা। আর এ প্রত্যাশা পূরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা তথা সর্বত্র তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, তথ্য প্রযুক্তিতে নাগরিকের প্রবেশাধিকার, তথ্য অধিকার আইন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, নাগরিক

সেবার প্রতিশ্রুতি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনাসহ বহুবিধ সংস্কার ও সেবাধর্মী কার্যক্রম অতীব গুরুত্ব সহকারে চলমান রেখেছে। মাঠ প্রশাসনে জনগণের কাছে সেবাগ্রহণকে সহজ করার জন্য সরকারের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ তারই ধারাবাহিকতা। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ফ্রন্ট ডেস্ক এ ধারার নবতর সংযোজনসমূহের মধ্যে অন্যতম। মাঠ প্রশাসনের বহুদিনের লালিত পদ্ধতিনির্ভর সংস্কৃতির বিপরীত ধারার ধারক এ 'ফ্রন্ট ডেস্ক'।

একজন তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে ২/ ৩ জন সহকারী চিঠিপত্র গ্রহণ, এসএমএস এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাকে জানানো, অনলাইন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ ফ্রন্ট ডেস্কের বিশেষত্ব। ব্যক্তিগত বা সরকারি প্রয়োজনে সেবা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আগত যে কোন ব্যক্তি প্রয়োজনীয় সকল তথ্য, পরামর্শ বর্তমানে এখান থেকে পেয়ে থাকেন। এমনকি এখানে আগত কোন ব্যক্তির জিজ্ঞাসার (query) উত্তর ডেস্কে কর্মরত ব্যক্তির অজানা থাকলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তা জেনে সেবাগ্রহীতার চাহিদা মিটিয়ে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্রুসার, চেকলিস্ট সবরাহ করে, হাতে কলমে ফর্ম পূরণ করে আগতদের সহায়তা দেয়া হয়। অপেক্ষাকালে সেবাপ্রার্থীদের বসার ব্যবস্থাও রয়েছে। পূর্বে এর অনেককিছুই সেবাপ্রার্থীদের কাছে অকল্পনীয় ছিল।

জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের ফ্রন্ট ডেস্ককে জনবান্ধব করার ক্ষেত্রে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের সুপারিশ/ জিজ্ঞাস্যসমূহ ছিল নিম্নরূপঃ

১. সেবা গ্রহীতাদের নম্বর সম্বলিত স্লিপ প্রদান করা হয় কিনা ?
২. অপেক্ষাকালে সেবা গ্রহীতাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা?
৩. ফ্রন্ট ডেস্ক চালুর সময়সীমা প্রদর্শিত হয় কিনা?
৪. ফ্রন্ট ডেস্কে কর্মরতদের পরিচয় পত্র প্রদান করা হয় কিনা?
৫. ফ্রন্ট ডেস্কে টেলিফোন/ ইন্টারকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা?
৬. সেবা প্রাপ্তির বিষয়ে ব্রুসার/ বুকলেট, চেক লিষ্ট, ফ্লোচার্ট সরবরাহ করা হয় কিনা?
৭. সেবা গ্রহীতাদের তথ্য সংরক্ষণ করা হয় কিনা?
৮. সেবা গ্রহীতাদের অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয় কিনা?
৯. সেবা প্রদানের গড় সময়কাল মনিটর করা হয় কিনা?
১০. ফ্রন্ট ডেস্কে তুলনামূলক অভিজ্ঞ কর্মকর্তা/ কর্মচারী পদায়ন করা হয়েছে কিনা?
১১. ফ্রন্ট ডেস্কের কার্যক্রমের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে কিনা?

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর যৌথ প্রচেষ্টা এবং মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণের ঐকান্তিক আগ্রহ সরকারের একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগকে দ্রুত ফলপ্রসূ করতে সক্ষম হয়েছে। ফ্রন্ট ডেস্ক সহ জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন শাখায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ফ্রন্ট ডেস্কের সুবিধা এবং একে কার্যকরী রাখতে স্ব-স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্বের তুলনায় আরো সচেতন হয়েছেন। এতে নাগরিক সেবাপ্রাপ্তি এবং সেই সাথে সেবা প্রদান পদ্ধতিও অনেকটা সহজ হয়েছে। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, কিছুটা উন্নতির অবকাশ থাকলেও সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের 'ফ্রন্ট ডেস্ক'এখন পূর্বের তুলনায় অনেক জনবান্ধব।

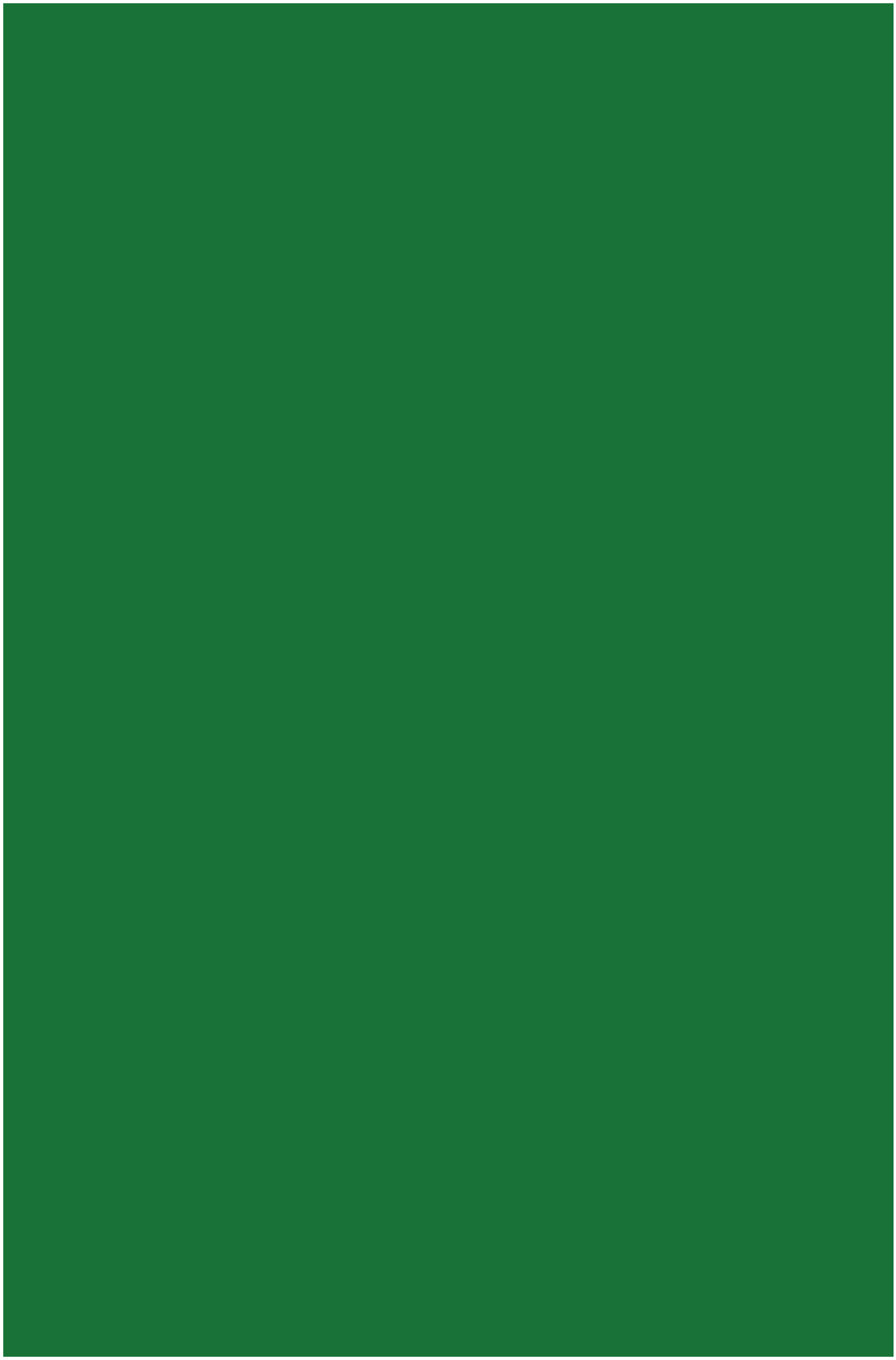

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

http://giu.portal.gov.bd
www.facebook.com/giu.pmo.bd